চালকবিহীন গাড়িতে হোম ডেলিভারি

প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবনে এসেছে গতি। কিন্তু এই গতিতেই চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে এবার স্বচালিত হোম সার্ভিসের চিন্তা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিবিদরা। এরই ধারাবাহিকতায় দেশটির একটি কোম্পানি পরীক্ষামূলক রাস্তায় স্বচালিত গাড়ি চালানোর অনুমতি পেয়েছে। স্বচালিত এ গাড়িতে নেই কোনো স্টিয়ারিং হুইল, নেই ব্রেক কষার কোনো প্যাডেল। এমনকি কোনো সাইডমিররও নেই।

নিউরো নামের কোম্পানিটি এ গাড়িটি তৈরি করেছে হোম ডেলিভারি সার্ভিস চালু করতে।

গাড়িটির নাম দেওয়া হয়েছে আর-টু। এটি টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউস্টনে পরীক্ষা করা হবে। চালকবিহীন এ গাড়িতে মানুষের বসার বা চালানোর কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এর আগে চালকবিহীন যতো গাড়ি চালু করা হয়েছে তাতে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে দরকার হলে একজন চালক গাড়িটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারেন। আর-টু সেদিক থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহনমন্ত্রী এলেইন চাও বলেছেন, যেহেতু গাড়িটির সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় মাত্র ২৫ মাইল, তাই এ ধরনের নিয়ম এই গাড়িটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্ট বলেছে, এটি যখন রাস্তায় পরীক্ষামূলক চালানো হবে, তখন এর ওপর অনেক বেশি নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে।

তিনি বলেন, এই আর-টু কখন কোথায় পরীক্ষা করা হচ্ছে তা সেখানকার লোকজনকে জানাতে হবে। নিউরোর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডেভ ফারগুসন একটি ব্লগ পোস্টে জানিয়েছেন, চালকবিহীন গাড়িটির ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্তটি একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।

গাড়ি চলাচলের বিদ্যমান নিয়মকানুনের অবশ্যই আধুনিকায়ন দরকার, কারণ কোনো চালক বা আরোহী ছাড়া একটি গাড়ি রাস্তায় চলবে, এটা কখনো আমাদের কল্পনাতেই ছিল না। কাজেই নিরাপদে ব্যবহারের জন্য স্বচালিত গাড়ির প্রযুক্তি নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। সব থেকে বড়ো কথা স্বচালিত গাড়িতে হোম সার্ভিস চালু হলে

ডেলিভারি চার্জও কমে আসার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

আরো পড়ুন – করোনাভাইরাস: আনন্দে ভ্রমণে বেরিয়ে চরম বিপাকে ১৫ হাজার যাত্রী, ভাসছেন সাগরে

গুগলের নতুন অ্যাপ ট্যাংগি

স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিওপ্রেমীদের কথা মাথায় রেখে গুগল আনল নতুন অ্যাপ ‘ট্যাংগি’। ভিডিও ও অন্যান্য সৃজনশীল ভিডিওর ক্ষেত্রে অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে। গুগলের এরিয়া ১২০ প্রকল্প থেকে অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। আপাতত ওয়েব ও আইওএস প্ল্যাটফরমে ট্যাংগি অ্যাপটি ব্যবহার করা যাবে। জনপ্রিয় টিকটক অ্যাপের সঙ্গে এর মিল থাকলেও ট্যাংগি দর্শককে নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করবে।

গুগল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নতুন অ্যাপের মাধ্যমে আমরা শুধু নিজে সৃষ্ট (ডিআইওয়াই) ও সৃজনশীল কনটেন্টে নজর দিচ্ছে তারা। এক মিনিটের ভিডিও দেখে নৈপুণ্য, রান্নাবান্না ও নতুন জিনিস তৈরি শেখানোই এ প্ল্যাটফরমের উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যেই সব ধরনের ভিডিওর জন্য বিভিন্ন ভিডিও নির্মাতার সঙ্গে কাজ করা শুরু করেছে। এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্মাতাদের সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ট্যাংগিতে একটি বিশেষ বিভাগ থাকছে।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের ভিডিও প্ল্যাটফরম হিসেবে টিকটকের সফলতার পর অনেক প্রতিষ্ঠান এখন এ ধরনের সেবা তৈরিতে ঝুঁকছে।

আরো পড়ুন – গাংনীতে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে অধ্যক্ষের মামলা

ক্ষুদ্র ব্যবসার স্মার্ট সমাধান দিচ্ছে ‘কোড ফিনিক্স পস’

প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান কোড ফিনিক্স নিয়ে এসেছে এমন একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে ব্যবসার সকল হিসাব-নিকাশ খুব সহজে যে কোন জায়গায় বসে করা যাবে। একাধিক আউটলেটের হিসাব গতানুগতিক পদ্ধতিতে রাখা কঠিন হয়ে যায়। আর তাই একাধিক আউটলেটের সকল হিসাব সহজে রাখতে ‘কোড ফিনিক্স পস’ খুবই কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে অনলাইনে অথবা অফলাইনে যাবতীয় হিসাব পর্যবেক্ষণ করা যাবে ‘কোড ফিনিক্স পস’ এর সাহায্যে।

কোড ফিনিক্স সিইও মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমরা দেখেছি অনেকে প্রতিষ্ঠানের হিসাব আগের পদ্ধতিতে রাখতে গিয়ে প্রতিষ্ঠান অনেক ঝামেলায় পড়ে যায় তাদের জন্যই আমাদের এই ‘কোড ফিনিক্স পস’।

বাণিজ্যিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সফটওয়্যারই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রতারণা রোধ করতে সক্ষম নয়, ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ‘কোড ফিনিক্স পস’ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এটি ডুয়েল এন্ট্রি এবং ফর্জ এন্ট্রি নিরূপণে সক্ষম ও সিকিউর একটি সিস্টেম।

এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যাবে। যেমন, কম সময়ে নির্ভুলভাবে দেনা-পাওনার হিসাব তৈরি করা, লাভ-ক্ষতির হিসাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি, যে কোন জায়গায় বসে পুরো ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, হিসাব রাখার জন্য অধিক লোকবলের দরকার হবে না, মাসে কত বিক্রি হয়েছে গ্রাফিক্যালি দেখা, কাস্টমারের নগদ ও বাকির হিসাব রাখা যাবে নিখুঁত ভাবে, কোন পণ্য সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে তাও জানা যাবে এই সফটওয়্যারের মাধ্যম।

সফটওয়্যারটির মূল্য রাখা হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে। রয়েছে সপ্তাহে ৭ দিন এবং প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা সার্পোট।

যেমন হবে তথ্যপ্রযুক্তির ২০২০

লক্ষ্য যদি মহাকাশ হয় এবং কাঁড়ি কাঁড়ি অলস টাকা থাকে, তবে ২০২০ সালটা আপনার লক্ষ্যপূরণের বছর হতে পারে। অবশ্য মহাকাশযাত্রায় অনীহা থাকলেও বছরটা আপনার হতে পারে। কেমন যেন জ্যোতিষীদের ভাষায় লেখা এগোচ্ছে।

অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণী তো জ্যোতিষীদেরই কাজ। কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখে নেওয়া যাক, ২০২০ সালের ঝুলিতে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কী কী থাকতে পারে।

মহাকাশ ভ্রমণ সহজ হবে

মহাকাশ ভ্রমণের জন্য অন্যতম বছর হবে ২০২০ সাল। জানিয়েছেন এভিয়েশন উইক অ্যান্ড স্পেস টেকনোলজির জ্যেষ্ঠ সম্পাদক গাই নরিস। যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি দুটি মহাকাশযান তৈরি করেছে।

সবকিছু পরিকল্পনামতো হলে চলতি বছরেই সাত নভোচারীর একটি দল বোয়িং সিএসটি-১০০ স্টারলাইনারে চড়ে পরীক্ষামূলকভাবে মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

এদিকে বছরের শুরুতে স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুলের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। পরীক্ষা সফল হলে মানুষ নিয়ে মহাকাশে ভ্রমণসেবা দেবে বলে জানিয়েছে স্পেসএক্স।

এদিকে যাত্রী নিয়ে মহাকাশ ভ্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্লু অরিজিন ও ভার্জিন গ্যালাকটিক। ইতিমধ্যে আড়াই লাখ ডলারে ৬০০ টিকিট বিক্রি করেছে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি।

পরিবেশ রক্ষায় প্রযুক্তি

বছর বছর যে অব্যবহূত ফোনের সংখ্যা বাড়ছে, তা জানাতে পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই। এসব অব্যবহূত পড়ে থাকা ফোন পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণে পরিণত হয়েছে। তাই পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এসেছে প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতারাও।

পরিবেশবান্ধব উপায়ে ফোন উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এতে উৎপাদনের প্রক্রিয়া হবে পরিবেশবান্ধব এবং সহজে নষ্ট ফোন সারান যাবে।

ফোন ছাড়াও টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ইত্যাদি যন্ত্র একই পদ্ধতিতে তৈরি করা হবে। টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান ভোডাফোন জানায়, ২০২৩ সালের মধ্যে তাদের নেটওয়ার্ক নবায়নযোগ্য জ্বালানির সাহায্যে চলবে।

সবকিছুতে নমনীয় পর্দা

স্যামসাংয়ের প্রথম ফোল্ডেবল পর্দার স্মার্টফোন নিয়ে অভিযোগ কম ছিল না। সে তুলনায় মটোরোলা রেজর কিছুটা ইতিবাচক সারা তৈরি করেছে।

এ বছর নমনীয় পর্দার ট্যাবলেট আনার কথা জানিয়েছে স্যামসাং। অন্যদিকে চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টিসিএল চলতি বছরেই নমনীয় পর্দার ফোল্ডেবল স্মার্টফোন, স্মার্ট স্পিকার, ফ্রিজের দরজা ইত্যাদি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ফাইভ-জি নেটওয়ার্কের প্রসার

গত বছরের শেষের দিকে ফাইভ-জি নেটওয়ার্ক চালু করে প্রায় ২২ দেশের ৪০ অপারেটর। এ বছর শেষে তা বেড়ে গিয়ে ১২৫ অপারেটর হবে বলে জানায় একটি টেলিযোগাযোগ গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

উন্নত হবে কোয়ান্টাম কম্পিউটার

গুগল গত অক্টোবরে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সাহায্যে ২০০ সেকেন্ডে এমন কাজ করার দাবি জানায়, সুপারকম্পিউটারের যা করতে ১০ হাজার বছর লেগে যাবে।

কেউ কেউ গাঁইগুঁই করলেও অনেক বিশেষজ্ঞ ঘটনাটিকে বড়ো অর্জন হিসেবেই দেখেছেন। তাছাড়া, ২০২০ সালে সবাইকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ করে দেবে বলে জানিয়েছে গুগল।

এদিকে আইবিএম, রিগেটি ও অয়ন-কিউয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও বসে নেই। সব মিলিয়ে এ বছরে কোয়ান্টাম কম্পিউটার তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি দেখা যেতে পারে।

সূত্র : বিবিসি

- প্রযুক্তি ডেস্ক